[২০১৯] ৬ এস. সি. আর. ৯৭২

অনুরাগ সোনি

বনাম

ছত্রিশগড় রাজ্য

(২০১৯ সালের ফৌজদারি আপিল নং ৬২৯)

০৯ ই এপ্রিল.২০১৯

[এল. নাগেশ্বর রাও এবং এম. আর. শাহ, বিচারপতিদ্বয়]

দণ্ডবিধি , ১৮৬০-ধারা ৯০, ৩৭৫ এবং ৩৭৬-মামলার অভিযোগে বলা হয়েছে যে, অভিযুক্তের সাথে মহিলা রাষ্ট্রপক্ষের পরিচয় ছিল- ২০০৯ সাল থেকে আপিলকারী এবং তাদের মধ্যে প্রেমের সম্পর্ক ছিল - আপিলকারী তাকে বিয়ের প্রলোভন দেখিয়ে তার সাথে শারীরিক সম্পর্ক স্থাপন করে, কিন্তু প্রায় দুই মাস ধরে অভিযুক্ত এবং তার পরিবারের সদস্যদের অন্ধকারে রাখার পর, আপিলকারী অভিযুক্তকে বিয়ে করতে অস্বীকৃতি জানান এবং অন্য একটি মেয়ের সাথে বিয়ে করেন- দায়রা আদালত আপিলকারীকে ভারতীয় দণ্ডবিধি ধারা ৩৭৬ এর অধীনে দোষী সাব্যস্ত করেছে- হাইকোর্ট রায়টি নিশ্চিত করেছে- আপিলের ভিত্তিতে স্থির করেছে - মামলাটি প্রমাণ করতে রাষ্ট্রপক্ষ সফল হয়েছে যে আপিলকারী কর্তৃক মহিলা রাষ্ট্রপক্ষ কে বিয়ে করার প্রতিশ্রুতি মিথ্যা ছিল এবং শুরু থেকেই আপিলকারীর মহিলা রাষ্ট্রপক্ষকে বিয়ে করার কোনও ইচ্ছা ছিল না কারণ অন্য একটি মেয়ের সাথে তার বিয়ে অনেক আগেই স্থির হয়ে গিয়েছিল- তা সত্ত্বেও, তিনি মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দিতে থাকেন এবং মহিলা রাষ্ট্রপক্ষকে শারীরিক সম্পর্কের জন্য তার সম্মতি জানানোর জন্য ইঙ্গিত করেন-প্রাথমিকভাবে মহিলা রাষ্ট্রপক্ষ প্রতিরোধ করেছিলেন, তবে, আপিলকারীর মিথ্যা প্রতিশ্রুতির উপর নির্ভর করে সম্মতি দিয়েছিলেন যে তিনি তাকে বিয়ে করবেন-তার সম্মতিকে ভারতীয় দণ্ডবিধির ধারা ৯০ অনুসারে ভুল ধারণার উপর সম্মতি বলা যেতে পারে - অন্যথায়, নিম্নোক্ত আদালতগুলি সঠিকভাবেই বলেছে যে, অভিযুক্তের দেওয়া সম্মতিটি ভুল ধারণার উপর ভিত্তি করে ছিল এবং তাই, এটিকে সম্মতি বলা যাবে না যাতে আপিলকারীকে ধর্ষণের অভিযোগ থেকে মুক্ত করা যায়, যেমনটি ভারতীয় দণ্ডবিধি ৩৭৫এর অধীনে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে - আপিলকারীর দণ্ডবিধির ৩৭৬ ধারা অনুসারে বহাল রাখা হয়েছে - তবে, মামলার তথ্য ও পরিস্থিতিতে, নিম্নোক্ত আদালত কর্তৃক প্রদত্ত ১০ বছরের সশ্রম কারাদণ্ডের সাজা কমিয়ে সাত বছরের সশ্রম কারাদণ্ড করা হয়েছে- ভারতীয় সাক্ষ্য আইন, ১৮৭২ - ধারা ১১৪-ক।

আংশিকভাবে আপিলের অনুমতি দিয়ে আদালত

স্থির করে : ১.১) যদি এটি প্রতিষ্ঠিত এবং প্রমাণিত হয় যে শুরু থেকেই অভিযুক্ত ব্যক্তি যিনি অভিযুক্তকে বিবাহের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন মহিলা রাষ্ট্র পক্ষ কে

তার বিবাহের কোনও ইচ্ছা ছিল না এবং অভিযুক্তের এই আশ্বাসের ভিত্তিতে অভিযুক্ত ব্যক্তি তাকে বিবাহ করবেন বলে যৌন মিলনের জন্য সম্মতি দিয়েছিলেন, তাহলে এই ধরনের সম্মতি ভারতীয় দণ্ডবিধির ৯০ ধারা অনুসারে ভুল ধারণার ভিত্তিতে প্রাপ্ত সম্মতি হিসাবে বলা যেতে পারে এবং এই ক্ষেত্রে, এই ধরনের সম্মতি অপরাধীকে ক্ষমা করবে না এবং এই ধরনের অপরাধী ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩৭৫ ধারা অনুসারে ধর্ষণ করেছে বলে বলা যেতে পারে এবং ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩৭৬ ধারা অনুসারে অপরাধের জন্য দোষী সাব্যস্ত হতে পারে।

১.২) রাষ্ট্রপক্ষ এই মামলাটি প্রমাণ করতে সফল হয়েছে যে শুরু থেকেই অভিযুক্ত কখনই মহিলা রাষ্ট্রপক্ষ কে বিয়ে করতে চায়নি; সে মহিলা রাষ্ট্রপক্ষ কে তাকে বিয়ে করার মিথ্যা প্রতিশ্রুতি/প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল এবং এই ধরনের মিথ্যা প্রতিশ্রুতিতে মহিলা রাষ্ট্রপক্ষ ের সাথে তার শারীরিক সম্পর্ক ছিল; মহিলা রাষ্ট্রপক্ষ প্রাথমিকভাবে বিরোধিতা করেছিল, তবে, অভিযুক্তের মিথ্যা প্রতিশ্রুতির উপর নির্ভর করে সম্মতি দিয়েছিল যে সে তাকে বিয়ে করবে এবং তাই, তার সম্মতি ভারতীয় দণ্ডবিধির ৯০ ধারা অনুসারে ভুল ধারণার উপর সম্মতি বলা যেতে পারে এবং এই ধরনের সম্মতি অভিযুক্তকে ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩৭৫ ধারার অধীনে ধর্ষণ ও অপরাধের অভিযোগ থেকে ক্ষমা করবে না। বর্তমান মামলায় মহিলা রাষ্ট্রপক্ষ ছিলেন বি. ফার্মেসিতে পড়াশুনা করা একজন শিক্ষিত মেয়ে। অতএব, এটা বিশ্বাসযোগ্য নয় যে সেই আবেদনকারীর বিয়ে অন্য কোনও মহিলার সঙ্গে ঠিক হয়ে গেছে বলে জানা সত্ত্বেও, মহিলা রাষ্ট্রপক্ষ এবং তার পরিবারের সদস্যরা অভিযুক্তকে বিয়ে করার জন্য চাপ অব্যাহত রাখবে এবং মহিলা রাষ্ট্রপক্ষ শারীরিক সম্পর্কের জন্য সম্মতি দেবে। জবানবন্দিতে, মহিলা রাষ্ট্রপক্ষ বিশেষভাবে বলেছিলেন যে প্রাথমিকভাবে তিনি শারীরিক সম্পর্কের জন্য সম্মতি দেননি, তবে, আবেদনকারীর প্রতিশ্রুতির ভিত্তিতে যে তিনি তাকে বিয়ে করবেন এবং এই প্রতিশ্রুতির উপর নির্ভর করে, তিনি আবেদনকারী-অভিযুক্তের সাথে শারীরিক সম্পর্কের জন্য সম্মত হন। এমনকি ভারতীয় সাক্ষ্য আইনের ১১৪-এ ধারা বিবেচনা করেও, যা পরবর্তীকালে যুক্ত করা হয়েছে, একটি অনুমান রয়েছে এবং আদালত ধরে নেবে যে সে অভিযুক্তের সাথে শারীরিক সম্পর্কের জন্য সম্মতি দিয়েছে অভিযুক্তের প্রতিশ্রুতির উপর নির্ভর করে যে সে তাকে বিয়ে করবে। শুরু থেকেই, অভিযুক্তের দ্বারা মহিলা রাষ্ট্রপক্ষ কে বিয়ে করার প্রতিশ্রুতি একটি মিথ্যা প্রতিশ্রুতি ছিল এবং শুরু থেকেই অভিযুক্তের মহিলা রাষ্ট্রপক্ষ কে বিয়ে করার কোনও ইচ্ছা ছিল না কারণ 'পিএস'-এর সাথে তার বিবাহ ইতিমধ্যে অনেক আগে স্থির করা হয়েছিল এবং তা সত্ত্বেও, সে প্রতিশ্রুতি/মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দিতে থাকল

এবং অভিযুক্তকে শারীরিক সম্পর্কের জন্য সম্মতি দেওয়ার ইঙ্গিত দিল। নীচের উভয় আদালত সঠিকভাবে বলেছিল যে মহিলা রাষ্ট্রপক্ষের দেওয়া সম্মতি ভুল ধারণার উপর ছিল এবং তাই, এটিকে সম্মতি বলা যায় না যাতে অভিযুক্তকে ভারতীয় দণ্ডবিধির ধারা ৩৭৫ এর অধীনে সংজ্ঞায়িত ধর্ষণের অভিযোগের জন্য ক্ষমা করা যায়। নীচের উভয় আদালতই ভারতীয় দণ্ডবিধির ধারা ৩৭৬ এর অধীনে অপরাধের জন্য অভিযুক্তকে কঠোরভাবে দোষী সাব্যস্ত করে। আজকাল এই ধরনের ঘটনা বৃদ্ধি পাচ্ছে। এই ধরনের অপরাধ সমাজের বিরুদ্ধে। ধর্ষণ একটি সমাজে সবচেয়ে নৈতিক ও শারীরিকভাবে নিন্দনীয় অপরাধ, ভুক্তভোগীর শরীর, মন এবং গোপনীয়তার উপর আক্রমণ। একজন খুনি যখন ভুক্তভোগীর অনৈতিক কাঠামো ধ্বংস করে, তখন একজন ধর্ষক একজন অসহায় মহিলার চরিত্রকে অবমাননা করে এবং অপবিত্র করে। ধর্ষণ একজন মহিলাকে একটি প্রাণীতে পরিণত করে, কারণ এটি তার জীবনের মূল অংশকে নাড়া দেয়। কোনওভাবেই ধর্ষিতাকে সহযোগী বলা যায় না। ধর্ষণ ভুক্তভোগীর উপর স্থায়ী দাগ রেখে যায়। ধর্ষণ সমগ্র সমাজের বিরুদ্ধে একটি অপরাধ এবং ভুক্তভোগীর মানবাধিকার লঙ্ঘন করে। সবচেয়ে ঘৃণিত অপরাধী হওয়ার কারণে, ধর্ষণ সর্বোচ্চ সম্মানের উপর গুরুতর আঘাতের সমতুল্য। কোনও মহিলার সম্মানকে আঘাত করে এবং। অতএব, কেবলমাত্র অভিযুক্ত অন্য কোনও মহিলাকে বিয়ে করেছে এবং/অথবা এমনকি মহিলা রাষ্ট্রপক্ষ পরবর্তীকালে বিয়ে করেছে বলে, আবেদনকারী-অভিযুক্তকে ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩৭৬ ধারার অধীনে শাস্তিযোগ্য অপরাধের জন্য দোষী সাব্যস্ত না করার কোনও ভিত্তি নেই। আবেদনকারী-অভিযুক্তকে অবশ্যই তার দ্বারা সংঘটিত অপরাধের পরিণতির মুখোমুখি হতে হবে। [অনুচ্ছেদ ১৪.১৫] [৯৯১-জি-এইচ; ৯৯২-এ-জি; ৯৯৩-সি-ই]

১.৩) নিচের উভয় আদালতই ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩৭৬ ধারার অধীনে আপিলকারী-অভিযুক্তকে যথাযথভাবে দোষী সাব্যস্ত করেছে। ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩৭৬ ধারার অধীনে আপিলকারী-অভিযুক্তের দোষী সাব্যস্তকরণ বজায় রাখা হয়েছে। তবে, মামলার তথ্য ও পরিস্থিতিতে এবং আপিলকারী-অভিযুক্তের পক্ষে উপস্থিত কৌঁসুলির অনুরোধে, নীচের আদালত কর্তৃক প্রদত্ত ১০ বছরের আরআই-এর সাজা কমিয়ে সাত বছর করা হয়েছে, যা ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩৭৬ ধারার অধীনে অপরাধ সংঘটিত হওয়ার প্রাসঙ্গিক সময়ে নির্ধারিত ছিল। [অনুচ্ছেদ ১৬] [৯৯৩-এফজি]

তিলক রাজ বনাম হিমাচল প্রদেশ রাজ্য (২০১৬) ৪ এস. সি. সি ১৪০; উদয় বনাম কর্ণাটক রাজ্য (২০০৩) ৪ এস. সি. সি ৪৬;

[২০০৩] ২ এস. সি. আর. ২১১; দিলীপ সিং বনাম বিহার রাজ্য (২০০৫) ১ এস. সি. সি ৮৮: [২০০৪] ৫ সম্পূরক. এস. সি. আর ৯০৯; শিবশঙ্কর ওরফে শিবা বনাম কর্ণাটক রাজ্য (২০১৮) এস. সি. সি অনলাইন এস. সি ৩১০৬-প্রযোজ্য নয়।

কাইনি রাজন বনাম কেরালা রাজ্য (২০১৩) ৯ এস. সি. সি ১১৩: [২০১৩] ১০ এস. সি. আর ১৯৬: ইয়েদলা শ্রীনিবাস রাও বনাম ৪. অন্ধ্রপ্রদেশ রাজ্য (২০০৬) ১১ এস. সি. সি ৬১৫: [২০০৬] ৬ সম্পূরক. এস. সি. আর ৭৬০; ইউ. পি বনাম নওশাদ (২০১৩) ১৬ এস. সি. সি ৬৫১-এর উপর নির্ভরশীল।

ডঃ ধ্রুবরম মুরলিধর সোনার বনাম মহারাষ্ট্র রাজ্য (২০১৯) এস. সি. সি অনলাইন ৩১০০; দীপক গুলাটি বনাম হরিয়ানা রাজ্য (২০১৩) ৭ এস. সি. সি ৬৭৫: [২০১৩] ৬ এস. সি. আর ৫৪৪; সুজিত রঞ্জন বনাম রাজ্য ২০১১ সালের ফৌজদারি আপিল নং ২৪৮-এ দিল্লি হাইকোর্টের ২৭.০ ১.২০১১ তারিখের রায় - উল্লেখ করা হয়েছে।

মামলা প্রসঙ্গ

(2016) 4 SCC 140 held inapplicable Para 6.5

[2003] 2 SCR 231 held inapplicable Para 6.5

[2004] 5 Suppl. SCR 909 held inapplicable Para 6.5

[2013] 10 SCR 196 relied on Para 10.1

[2013] 6 SCR 544 referred to Para 10.2

[2006] 6 Suppl. SCR 760 relied on Para 10.3

(2013) 16 SCC 651 relied on Para 10.4

ফৌজদারি আপিল বিচারঃ ২০১৯ সালের ফৌজদারি আপিল নং ৬২৯

২০১৪ সালের ১২৭০ নং ফৌজদারি আপিলে বিলাসপুরে ছত্তিশগড় হাইকোর্টের ১০.১০.২০১৮ তারিখের রায় ও আদেশ থেকে উদ্ভুত ।

'নাগামুথু, প্রবীণ আইনজীবী , সি. বি. গুরুরাজ, বিষ্ণু উন্নিকৃষ্ণন, প্রকাশ রঞ্জন নায়েক, আইনজীবী . আপিলকারীর পক্ষে।

প্রবীণ চতুর্বেদী, সুশ্রী , জ্যোতি চতুর্বেদী, আদ্দ্যা মিশ্র, প্রণয় সচদেব, সুশ্রী নেহা রাঠি, যতীন ভরদ্বাজ, উত্তরদাতার পক্ষের আইনজীবী।

আদালতের রায় প্রদান করেন

এম. আর. শাহ, বিচারপতি

আবেদনের শর্তানুযায়ী, অভিযুক্তের আবেদন অনুমোদিত।

১.১) অনুমতি মঞ্জুর করা হল ।

২) বিলাস্পুরের ফৌজদারি আপিল নং-এ ছত্তিশগড় হাইকোর্ট কর্তৃক প্রদত্ত বিতর্কিত রায় ও আদেশে ক্ষুব্ধ ও অসন্তুষ্ট বোধ করে, যার দ্বারা উচ্চ আদালত এখানে মূল অভিযুক্ত আবেদনকারীর দ্বারা উত্থাপিত আপিল খারিজ করে দিয়েছে এবং ভারতীয় দণ্ডবিধির ধারা ৩৭৬ (১) এর অধীনে অপরাধের জন্য মূল অভিযুক্তকে দোষী সাব্যস্ত করে এবং তাকে ১০ বছরের জন্য ফিগারাস কারাদণ্ডে দণ্ডিত করে এবং জরিমানা পরিশোধে ব্যর্থ হলে অতিরিক্ত ছয় মাসের জন্য অতিরিক্ত কঠোর কারাদণ্ডে দণ্ডিত করার জন্য মূল অভিযুক্ত 'বিরতির আবেদন' পছন্দ করেছে। ছত্তিশগড়ের বিলাসপুর হাইকোর্ট কর্তৃক ১০.১০.২০১৮ তারিখের ফৌজদারি আপিল নং ১২৭০/২০১৪-এ প্রদত্ত বিরোধপূর্ণ রায় এবং আদেশে ক্ষুব্ধ এবং অসন্তুষ্ট বোধ করে, যার মাধ্যমে হাইকোর্ট এখানে আপিলকারী - মূল অভিযুক্ত - এর করা উক্ত আপিল খারিজ করে দিয়েছে এবং বিজ্ঞ বিচার আদালত কর্তৃক প্রদত্ত রায় এবং দোষী সাব্যস্ত করার আদেশকে সমর্থন করেছে। এই রায়ে মূল অভিযুক্তকে ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩৭৬(১) ধারার অধীনে অপরাধের জন্য দোষী সাব্যস্ত করে এবং তাকে ১০ বছরের সশ্রম কারাদণ্ড এবং ৫০,০০০ টাকা জরিমানা প্রদানের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। জরিমানা অনাদায়ে আরও ছয় মাসের সশ্রম কারাদণ্ড ভোগ করতে হবে।

৩) মামলার সংক্ষেপে বলা হয়েছে, অভিযুক্ত বিলাসপুর জেলার কোনির বাসিন্দা। অভিযুক্তের সাথে অভিযুক্তের ২০০৯ সাল থেকে পরিচিত ছিলেন এবং তাদের মধ্যে প্রেমের সম্পর্ক ছিল। আপিলকারী তাকে বিয়ের প্রস্তাবও দিয়েছিলেন এবং এই তথ্য তাদের পরিবারের সদস্যদের জানা ছিল। ঘটনার সময়, অভিযুক্ত মালখারোদার সরকারি হাসপাতালে জুনিয়র ডাক্তার হিসেবে নিযুক্ত ছিলেন এবং সেই সময় অভিযুক্ত ভিলাইতে ফার্মেসি পড়ছিলেন। ২৮.৪.২০১৩ তারিখে অভিযুক্ত অভিযুক্তের কাছে তার ইচ্ছা প্রকাশ করে যে সে তার সাথে দেখা করতে চায় এবং সেই অনুযায়ী ২৯.৪.২০১৩ তারিখে সকাল ৭.২৫ মিনিটে অভিযুক্ত দুর্গ দানাপুর এক্সপ্রেস ট্রেনে উঠে শক্তি রেলওয়ে স্টেশনে পৌঁছান। সেখান থেকে অভিযুক্ত তাকে মোটরসাইকেলে করে মালখারোদার তার বাড়িতে নিয়ে যান এবং সেখানে তিনি ২৯.৪.২০১৩ তারিখ দুপুর ২টা থেকে বিকাল ৩টা পর্যন্ত অবস্থান করেন। ৩০.৪.২০১৩ তারিখে এবং এই সময়ের মধ্যে অভিযুক্ত ব্যক্তি বিবাহের অজুহাতে তার সাথে শারীরিক সম্পর্ক স্থাপন করে। ৩০.৪.২০১৩ তারিখে অভিযুক্ত ব্যক্তি মহিলা রাষ্ট্রপক্ষ কে এই বলে চলে যেতে বলে যে ১লা বা ২রা মে সে তার বাবা-মায়ের সাথে তাদের বিবাহের বিষয়ে কথা বলবে এবং শীঘ্রই তার সাথে বিয়ে করবে। ৩০.৪.২০১৩ তারিখে সন্ধ্যা ৬টার দিকে অভিযুক্ত অনুরাগ সোনি এবং মহিলা রাষ্ট্রপক্ষ ট্রেনে বিলাসপুরে পৌঁছান এবং সেখান থেকে তাদের বন্ধু

উমাশঙ্কর তাদের মোটরসাইকেলে করে মহিলা রাষ্ট্রপক্ষর বন্ধু মল্লিকা হুমনের বাড়িতে নিয়ে যান, যেখানে অভিযুক্ত ব্যক্তি তাকে নামিয়ে দিয়ে ফিরে যান। পরের দিন সকালে অভিযুক্ত ব্যক্তি মহিলা রাষ্ট্রপক্ষ কে বিলাসপুরের রেলওয়ে স্টেশনে নামিয়ে দেন, যেখান থেকে তিনি ভিলাই (দুর্গ) যাওয়ার ট্রেনে ওঠেন। অভিযুক্ত ব্যক্তি মহিলা রাষ্ট্রপক্ষ কে ঘটনাটি কাউকে না বলার জন্য অনুরোধ করে এবং ফলস্বরূপ মহিলা রাষ্ট্রপক্ষ ঘটনাটি কাউকে প্রকাশ করে না। কিন্ত ২.৫.২০১৩ থেকে ৫.৫.২০১৩ পর্যন্ত মহিলা রাষ্ট্রপক্ষ বারবার অভিযুক্তের কাছ থেকে বিবাহ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছিলেন এবং যখন তিনি অভিযুক্তের কাছ থেকে কোনও উত্তর পাননি, তখন ৬.৫.২০১৩ তারিখে তিনি তার পরিবারের সদস্যদের ঘটনাটি সম্পর্কে অবহিত করেন। এরপর মহিলা রাষ্ট্রপক্ষ ের পরিবারের সদস্যরা খারোদ গ্রামে অভিযুক্তের বাড়িতে যান এবং তার পরিবারের সদস্যদের ঘটনাটি সম্পর্কে অবহিত করেন। এরপর অভিযুক্তের পরিবারের সদস্যরা বলেন যে এখন অভিযুক্ত এবং মহিলা রাষ্ট্রপক্ষ ের বিবাহই একমাত্র বিকল্প। ইতিমধ্যে, উভয় পরিবারের সদস্যরা একে অপরের বাড়িতে যাতায়াত করতেন, তবে, প্রায় দুই মাস ধরে অভিযুক্ত এবং তার পরিবারের সদস্যদের অন্ধকারে রাখার পর, অভিযুক্ত অভিযুক্তকে বিয়ে করতে অস্বীকৃতি জানায় এবং অন্য একটি মেয়ের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়। এরপর ২১.৬.২০১৩ তারিখে অভিযুক্ত বিয়ের অজুহাতে অভিযুক্ত কর্তৃক তার উপর করা ধর্ষণের বিষয়ে মালখারোদা থানায় লিখিত প্রতিবেদন (উদাঃ পি-৩) দাখিল করেন, যার ভিত্তিতে অভিযুক্তের বিরুদ্ধে ভারতীয় দণ্ডবিধি র ৩৭৬ ধারার অধীনে অপরাধের জন্য এফআইআর (উদাঃ পি-৪) দায়ের করা হয়।

৩.১) তদন্ত চলাকালীন, তদন্তকারী কর্মকর্তা প্রসিকিউট্রিক্স সহ সংশ্লিষ্ট পি ডবলু দের জবানবন্দি নথি করেন। তদন্তকারী কর্মকর্তা চিকিৎসা সংক্রান্ত প্রমাণ এবং অন্যান্য প্রমাণ সংগ্রহ করেন। অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করা হয়। সম্পূর্ণ তদন্ত সম্পন্ন হওয়ার পর, অভিযুক্তের বিরুদ্ধে ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩৭৬ ধারার অধীনে শাস্তিযোগ্য অপরাধের জন্য একটি চার্জশিট দাখিল করা হয়।

৩.২) বিজ্ঞ ম্যাজিস্ট্রেট মামলাটি বিজ্ঞ সেশন আদালতে হস্তান্তর করেন, যার নাম দায়রা বিচার নং ২০১/২০১৩। বিজ্ঞ সেশন আদালত অভিযুক্তের বিরুদ্ধে ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩৭৬ ধারার অধীনে অপরাধের জন্য অভিযোগ গঠন করেন। অভিযুক্ত এইভাবে প্রসিকিউট্রিক্সের অভিযোগ অস্বীকার করে বিচার দাবি করেন, এবং তাই তাকে উপরোক্ত অপরাধের জন্য বিজ্ঞ সেশন আদালতে বিচারের মুখোমুখি করা হয়।

৩.৩) মামলার সমর্থনে রাষ্ট্রপক্ষ (পি ডবলু ৩) সহ ১৩ জন পি ডবলু কে নিম্নরূপে পরীক্ষা করে দেখেছেন:

1. প্রীতম সোনি **PW1**

2. মানিকচাঁদ **PW2**

3. প্রসিকিউট্রিক্স **PW3**

4. পাটোয়ারী ঘনশ্যাম **PW4**

5. ডাঃ সি.কে. সিং **PW5**

6. ডাঃ কে.এল. ওরাওঁ **PW6**

7. অমৃতলাল **PW7**

8. পঙ্কজ সোনি **PW8**

9. ডঃ পি.সি. জৈন **PW9**

10. কনস্টেবল জওহরলাল **PW10**

11. সাব-ইন্সপেক্টর এসপি সিং **PW11**

12. ইন্সপেক্টর শীতল সিডর **PW12**

13. শ্রীমতি প্রিয়াঙ্কা সোনি **PW13**

৩.৪) রাষ্ট্রপক্ষ কর্তৃক সমাপনী জবানবন্দি দাখিলের পর, আসামির পক্ষে তিনজন সাক্ষীকে আত্মপক্ষ সমর্থনে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়। আপিলকারী-অভিযুক্তের জবানবন্দি ফৌজদারি কার্যবিধির ৩১৩ ধারার অধীনে নথি করা হয় যেখানে তিনি তার বিরুদ্ধে উপস্থিত পরিস্থিতি অস্বীকার করেন এবং নিজেকে নির্দোষ এবং মিথ্যা জড়িত থাকার দাবি করেন। অভিযুক্তের মতে, তার বিয়ে ইতিমধ্যেই একজন প্রিয়াঙ্কা সোনির সাথে স্থির হয়েছিল এবং এটি প্রিয়াঙ্কা সোনির জ্ঞানে ছিল, তবুও প্রিয়াঙ্কা সোনি এবং তার পরিবারের সদস্যরা তাকে প্রিয়াঙ্কা সোনিকে বিয়ে করার জন্য চাপ দিতে থাকেন এবং তারপর তিনি ১০.০৬.২০১৩ তারিখে আর্য সমাজে প্রিয়াঙ্কা সোনির সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। অতএব, অভিযুক্তের পক্ষে মামলা ছিল যে তার বিরুদ্ধে একটি মিথ্যা এফআইআর দায়ের করা হয়েছিল।

৪) প্রমাণের মূল্যায়নের ভিত্তিতে, বিজ্ঞ দায়রা আদালত পর্যবেক্ষণ করে এবং রায় দেয় যে মহিলা রাষ্ট্রপক্ষ যৌন মিলনের জন্য সম্মতি দিয়েছে 'সত্যের ভুল উপস্থাপনের উপর এবং অভিযুক্তের প্রতিশ্রুতি যে সে মহিলা রাষ্ট্রপক্ষ কে বিয়ে করবে এবং তাই উক্ত সম্মতিটিকে সম্মতি বলা যায় না এবং তাই অভিযুক্ত ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩৭৬ ধারার অধীনে অপরাধ করেছে। এরপরে, বিজ্ঞ দায়রা আদালত অভিযুক্তকে ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩৭৬ ধারার অধীনে অপরাধের জন্য দোষী সাব্যস্ত করে এবং তাকে ১০ বছরের সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করে।

৫) বিজ্ঞ দায়রা আদালত কর্তৃক প্রদত্ত রায় ও দোষী সাব্যস্তকরণের আদেশ এবং সাজা প্রদানের আদেশে ক্ষুব্ধ ও অসন্তুষ্ট বোধ করে অভিযুক্তরা হাইকোর্টে আপিল করে। বিতর্কিত রায় এবং আদেশের মাধ্যমে,

হাইকোর্ট আপিল খারিজ করে দিয়েছেন এবং ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩৭৬ ধারার অধীনে অভিযুক্তকে দোষী সাব্যস্ত করে বিজ্ঞ দায়রা আদালতের দেওয়া রায় এবং আদেশকে নিশ্চিত করেছেন।

৬) আপিল খারিজ করে এবং ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩৭৬ ধারার অধীনে অপরাধের জন্য অভিযুক্তদের দোষী সাব্যস্ত ও সাজা নিশ্চিত করে হাইকোর্টের বিতর্কিত রায় ও আদেশে ক্ষুব্ধ ও অসন্তুষ্ট বোধ করে মূল অভিযুক্ত বর্তমান আপিলটি পছন্দ করেছে।

৬.১) অভিযুক্তদের পক্ষে প্রবীণ আইনজীবী শ্রী এস. নাগামুথু এবং রাজ্যের পাশাপাশি মূল অভিযোগকারীর পক্ষে যথাক্রমে শ্রী প্রণব সচদেব এবং শ্রী প্রবীণ চতুর্বেদী উপস্থিত হয়েছেন।

৬.২) অভিযুক্তের পক্ষে উপস্থিত বিজ্ঞ প্রবীণ আইনজীবী শ্রী নাগামুথু জোরালোভাবে বলেছেন যে মামলার ঘটনা ও পরিস্থিতিতে, নীচের উভয় আদালতই ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩৭৬ ধারার অধীনে অভিযুক্তকে দোষী সাব্যস্ত করার ক্ষেত্রে বস্তুগত ভুল করেছে। এটি আরও জমা দেওয়া হয়েছে যে অভিযুক্তকে ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩৭৬ ধারার অধীনে অপরাধের জন্য দোষী সাব্যস্ত করার সময় এবং অভিযুক্ত ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩৭৫ ধারার অধীনে ধর্ষণ করেছে বলে রায় দেওয়ার সময়, নীচের আদালতগুলি ভারতীয় দণ্ডবিধির ৯০ ধারা এবং সাক্ষ্য আইনের ১১৪-এ ধারাকে তার প্রকৃত পরিপ্রেক্ষিতে বিবেচনা করেনি।

৬.৩) অভিযুক্তের পক্ষে উপস্থিত বিজ্ঞ প্রবীণ আইনজীবী আরও জমা দিয়েছেন যে বর্তমান মামলায় মহিলা রাষ্ট্রপক্ষ অভিযুক্তের প্রেমে পড়েছিলেন এবং তিনি অভিযুক্তকে বিয়ে করতে চেয়েছিলেন। এটি জমা দেওয়া হয়েছে যে এটি অভিযুক্তের পক্ষে নির্দিষ্ট মামলা ছিল, তাই তার ৩১৩ টি বিবৃতিতে বলা হয়েছে যে, মহিলা রাষ্ট্রপক্ষ এবং তার পরিবারের সদস্যরা জানতেন যে আপিলকারীর বিয়ে ইতিমধ্যে প্রিয়াঙ্কা সোনির সাথে স্থির হয়ে গেছে এবং তারপরেও মহিলা রাষ্ট্রপক্ষ এবং তার পরিবারের সদস্যরা অভিযুক্তকে মহিলা রাষ্ট্রপক্ষ কে বিয়ে করার জন্য চাপ অব্যাহত রেখেছিলেন।

৬.৪) অভিযুক্তের পক্ষে উপস্থিত বিজ্ঞ প্রবীণ উকিল আরও বলেন যে, এমনকি অভিযুক্ত বাদীপক্ষকে বিয়ে করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল এবং তারপরেও অভিযুক্ত বাদীপক্ষকে বিয়ে করেনি, এটিকে "প্রতিশ্রুতি লঙ্ঘন" বলা যেতে পারে এবং ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩৭৫ ধারার অধীনে ধর্ষণ বলা যেতে পারে না।

৬.৫) তাঁর জমা দেওয়ার সমর্থনে, প্রবীণ আইনজীবী শ্রী এস. নাগামুথু এই আদালতের নিম্নলিখিত সিদ্ধান্তগুলির উপর ব্যাপকভাবে নির্ভর করেছেন: ডঃ ধ্রুবরম মুরলিধর সোনার বনাম মহারাষ্ট্র রাজ্য

(২০১৯) এস সি সি অনলাইন ৩১০০; তিলক রাজ বনাম হিমাচল প্রদেশ রাজ্য (২০১৬) ৪এস সি সি ১৪০; দীপক গুলাটি বনাম হরিয়ানা রাজ্য (২০১৩) ৭এস সি সি ৬৭৫; উদয় ইয়েন। কর্ণাটক রাজ্য (২০০৩) ৪এস সি সি ৪৬; দিলীপ সিং বনাম বিহার রাজ্য (২০০৫) ১এস সি সি ৮৮; এবং শিবশঙ্কর ওরফে শিবা বনাম কর্ণাটক রাজ্য (২০১৮) এস সি সি অনলাইন SC ৩১০৬।

৬.৬) অতএব, অভিযুক্তের পক্ষে উপস্থিত প্রবীণ আইনজীবী শ্রী এস. নাগামুথু বলেছেন যে প্রকৃতপক্ষে এরপরে অভিযুক্ত প্রিয়াঙ্কা সোনি নামে একজনকে বিয়ে করেছে এবং এমনকি মহিলা রাষ্ট্রপক্ষ ও বিয়ে করেছে।

৬.৭) উপরোক্ত জমা দেওয়া এবং উপরের সিদ্ধান্তগুলির উপর নির্ভর করে, বর্তমান আপিলটি বাতিল করার অনুমতি দেওয়ার জন্য এবং ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩৭৬ ধারার অধীনে অপরাধের জন্য আবেদনকারী-অভিযুক্তের দোষী সাব্যস্তকরণ এবং সাজা বাতিল করার জন্য প্রার্থনা করা হয়।

৭) বর্তমান আপিলের তীব্র বিরোধিতা করেছেন রাষ্ট্রের পক্ষে উপস্থিত বিজ্ঞ উকিলরা এবং সেইসাথে মূল অভিযোগকারী-মহিলা রাষ্ট্র পক্ষ ।

৭.১) রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে এবং মহিলা রাষ্ট্রপক্ষ ের পক্ষ থেকে উপস্থিত বিজ্ঞ আইনজীবীরা জোরালোভাবে বলেন যে, বর্তমান মামলাটি কেবল বিয়ের প্রতিশ্রুতি লঙ্ঘনের মামলা নয়, যেমন অভিযুক্তের পক্ষে উপস্থিত বিশিষ্ট প্রবীণ আইনজীবী যুক্তি দিয়েছিলেন। এটি জমা দেওয়া হয়েছে যে বর্তমান মামলায়, শুরু থেকেই এবং জন্ম থেকেই, অভিযুক্তের উদ্দেশ্য ছিল মহিলা রাষ্ট্রপক্ষ কে বিয়ে না করা এবং সে একে অপর মহিলা প্রিয়াঙ্কা সোনিকে বিয়ে করতে চেয়েছিল। এটি জমা দেওয়া হয় যে উপরোক্ত সত্ত্বেও তিনি মহিলা রাষ্ট্রপক্ষ কে তার বাসভবনে ডেকেছিলেন এবং প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে তিনি বিয়ে করবেন, তিনি মহিলা রাষ্ট্রপক্ষর সাথে যৌন মিলন করেছিলেন। এটি জমা দেওয়া হয়েছে যে, প্রকৃতপক্ষে, মহিলা রাষ্ট্রপক্ষ প্রাথমিকভাবে কোনও যৌন মিলনের বিষয়ে আপত্তি জানিয়েছিলেন, তবে অভিযুক্ত আশ্বাস দিয়েছিলেন এবং প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে তিনি বিয়ে করবেন, মহিলা রাষ্ট্রপক্ষ সম্মতি দিয়েছিলেন। এটি জমা দেওয়া হয়েছে যে যেহেতু সম্মতিটি সত্যের ভুল ধারণার ভিত্তিতে অভিযুক্ত দ্বারা প্রাপ্ত হয়েছিল এবং তাই এটিকে ভারতীয় দণ্ডবিধির ৯০ ধারা বিবেচনা করেও সম্মতি বলা যায় না, এবং সম্মতিটি সত্যের ভুল ধারণার ভিত্তিতে ছিল, নীচের উভয় আদালতই অভিযুক্তকে ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩৭৬ ধারার অধীনে অপরাধের জন্য যথাযথভাবে দোষী সাব্যস্ত করেছে।

৭.২) রাষ্ট্রপক্ষ এবং রাষ্ট্রপক্ষের পক্ষ থেকে উপস্থিত বিজ্ঞ আইনজীবীরা আরও দাবি করেন যে, অভিযুক্তের আচরণ নথি থেকে উদ্ভূত যে, যখন অভিযুক্তের বাবা-মা এবং রাষ্ট্রপক্ষের আইনজীবী পরবর্তীতে বিবাহ ঠিক করার জন্য মিলিত হন,

তখন উপস্থিত থাকার পরিবর্তে অভিযুক্ত পালিয়ে যান। প্রমাণ পাওয়া গেছে যে, অভিযুক্ত ইতিমধ্যেই একে অপরের মহিলা প্রিয়াঙ্কা সোনিকে বিয়ে করার কথা বলেছিলেন এবং তাই অভিযুক্তের পক্ষ থেকে শুরু থেকেই রাষ্ট্রপক্ষকে বিয়ে না করার কোনও ইচ্ছা ছিল না এবং তা সত্ত্বেও, তিনি রাষ্ট্রপক্ষের সম্মতি নিয়ে বিবাহের মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দিয়ে যৌন মিলন করেছিলেন। তাই মামলার তথ্য এবং পরিস্থিতিতে, এটি প্রতিষ্ঠিত এবং সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে রাষ্ট্রপক্ষের দেওয়া সম্মতি ভুল ধারণার উপর ভিত্তি করে ছিল এবং তাই এটিকে সম্মতি বলা যায় না এবং তাই আপিলকারী-অভিযুক্তকে ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩৭৬ ধারার অধীনে যথাযথভাবে দোষী সাব্যস্ত করা হয়েছে।

৭.৩) বিবাদী-রাষ্ট্রের পাশাপাশি মূল অভিযোগকারীর পক্ষে উপস্থিত আইনজীবীরা- মহিলা রাষ্ট্রপক্ষ ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩৭৫ ধারা, ভারতীয় দণ্ডবিধির ৯০ ধারা এবং সত্যের ভুল ধারণা এবং সম্মতিসূচক যৌনতার বিষয়ে এই আদালতের কিছু সিদ্ধান্তের উপর নির্ভর করেছেন, যা এখানে উল্লেখ করা হবে এবং বিবেচনা করা হবে।

৭.৪) এখন যতদূর পর্যন্ত এই সিদ্ধান্তের উপর নির্ভরতা রাখা হয়েছে, আদালত, অভিযুক্তের পক্ষে উপস্থিত ঝুঁকিপূর্ণ কৌঁসুলির উপর নির্ভর করে, যা এখানে উপরে উল্লেখ করা হয়েছে, রাষ্ট্রের পক্ষে উপস্থিত বিজ্ঞ উকিলদের পাশাপাশি মূল অভিযোগকারী- মহিলা রাষ্ট্রপক্ষ বলেছেন যে উপরোক্ত সিদ্ধান্তগুলির কোনওটিই মামলার তথ্যের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে না। এটি জমা দেওয়া হয় যে অভিযুক্তের পক্ষে উপস্থিত বিশিষ্ট প্রবীণ কৌঁসুলির উপর নির্ভর করে উপরোক্ত সিদ্ধান্তগুলিতে এই আদালত যে পর্যবেক্ষণগুলি করেছে তার মধ্যেও মহিলা রাষ্ট্রপক্ষর পক্ষে প্রযোজ্য হবে, বিশেষত, ধ্রুবরম মুরলিধর সোনার (উপরে)-এর ২০ অনুচ্ছেদ, দীপক গুলাটির (উপরে) ২ অনুচ্ছেদ এবং উদয় (উপরে)-এর ক্ষেত্রে ২১ ও ২৩ অনুচ্ছেদ।

৭.৫) উপরোক্ত জমা দেওয়া এবং উপরের সিদ্ধান্তগুলির উপর নির্ভর করে, বর্তমান আপিল খারিজ করার জন্য প্রার্থনা করা হয়।

৮) সংশ্লিষ্ট পক্ষের পক্ষ থেকে দীর্ঘ সময় ধরে উপস্থিত হওয়া বিজ্ঞ পরামর্শ শুনুন

৯) বর্তমান মামলায়, অভিযুক্তকে ভারতীয় দণ্ডবিধি ৩৭৬ ধারার অধীনে অপরাধের জন্য দোষী সাব্যস্ত করা হয়েছে। আপিলকারী-অভিযুক্তের পক্ষে মামলাটি হল যে যেহেতু এটি একটি সম্মতিপূর্ণ যৌন সম্পর্কের মামলা, তাই নিম্নের আদালতগুলি ভারতীয় দণ্ডবিধি ৩৭৬ ধারার অধীনে অপরাধের জন্য অভিযুক্তকে দোষী সাব্যস্ত করতে ভুল করেছে। নিম্নের উভয় আদালতই রাষ্ট্রপক্ষের মামলাটি গ্রহণ করেছে যে প্রসিকিউট্রিক্সের সম্মতি

তথ্যের ভুল ধারণার ভিত্তিতে দেওয়া হয়েছিল এবং তাই, ভারতীয় দণ্ডবিধি ৯০ ধারা বিবেচনা করে, এই ধরনের সম্মতিকে সম্মতি বলা যাবে না এবং অতএব, অভিযুক্ত ভারতীয় দণ্ডবিধি ৩৭৫ ধারার অধীনে সংজ্ঞায়িত ধর্ষণ করেছে এবং এর ফলে ভারতীয় দণ্ডবিধি ৩৭৬ ধারার অধীনে একটি অপরাধ করেছে। অতএব, এই আদালতের সামনে যে প্রশ্ন উত্থাপিত হয়েছে তা হল, মামলার তথ্য এবং পরিস্থিতি এবং রেকর্ডে থাকা প্রমাণ বিবেচনা করে, নিম্নের আদালতগুলি ভারতীয় দণ্ডবিধি ৩৭৬ ধারার অধীনে অপরাধের জন্য অভিযুক্তকে দোষী সাব্যস্ত করতে কোনও ত্রুটি করেছে কিনা?

১০) এই আপিলটি আরও যোগ্যতার ভিত্তিতে বিবেচনা করার সময়, ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩৭৫ ধারা এবং ৯০ ধারা এবং "তিনি সম্মতি/সম্মতিসূচক যৌনতার বিষয়ে" এই আদালতের কিছু সিদ্ধান্ত উল্লেখ করা এবং বিবেচনা করা প্রয়োজনঃ

১০.১) কাইনি রাজন বনাম কেরালা রাজ্য (২০১৩) ৯ এস. সি. সি ১১৩-এর মামলায় এই আদালত ধর্ষণের অপরাধের প্রয়োজনীয়তা এবং পরামিতিগুলি ব্যাখ্যা করেছে। উক্ত সিদ্ধান্তে, ১২ নং অনুচ্ছেদে, এই আদালত পর্যবেক্ষণ করেছে এবং নিম্নরূপ রায় দিয়েছেঃ

১২) ভারতীয় দণ্ডবিধি -র ৩৭৫ ধারা "ধর্ষণ" অভিব্যক্তিটিকে সংজ্ঞায়িত করে, যা নির্দেশ করে যে প্রথম ধারাটি কাজ করে, যেখানে মহিলা তার ইন্দ্রিয়ের অধিকারী, এবং তাই, সম্মতি দিতে সক্ষম কিন্তু কাজটি তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে করা হয়; এবং দ্বিতীয়, যেখানে এটি তার সম্মতি ছাড়াই করা হয়; তৃতীয়, চতুর্থ এবং পঞ্চম, যখন সম্মতি থাকে, কিন্তু এটি অপরাধীকে অজুহাত দেওয়ার মতো সম্মতি নয়, কারণ এটি এমন কোনও ব্যক্তির উপর রেখে দেওয়া হয় যার মধ্যে সে মৃত্যু বা আঘাতের ভয়ে আগ্রহী। "তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে" অভিব্যক্তিটির অর্থ হল যে মহিলার বিরোধিতা সত্ত্বেও কাজটি অবশ্যই করা হয়েছিল। সম্মতি সম্পর্কে একটি সিদ্ধান্ত নেওয়া যেতে পারে যদি শুধুমাত্র মামলার প্রমাণ বা সম্ভাবনার উপর ভিত্তি করে। "সম্মতি" কে আলোচনার সাথে যুক্তিসঙ্গত কাজ হিসাবেও উল্লেখ করা হয়। এটি কোনও ব্যক্তির মনে অভিযোগ করা কোনও কাজ করার অনুমতি দেওয়ার জন্য একটি সক্রিয় ইচ্ছাকে বোঝায়। ভারতীয় দণ্ডবিধি ধারা ৯০ "সম্মতি" অভিব্যক্তিটিকে বোঝায়। তবে, ধারা ৯০ "সম্মতি" সংজ্ঞায়িত করে না, তবে কী সম্মতি নয় তা বর্ণনা করে। ধারা ৩৭৫-এর উদ্দেশ্যে, "সম্মতি"-র প্রয়োজন শুধুমাত্র আইনের তাৎপর্য এবং নৈতিক মানের জ্ঞানের উপর ভিত্তি করে বুদ্ধিমত্তা প্রয়োগের পরে নয়, বরং প্রতিরোধ এবং সম্মতির মধ্যে পছন্দটি সম্পূর্ণরূপে প্রয়োগ করার পরেও স্বেচ্ছাসেবী অংশগ্রহণ। সম্মতি ছিল কি ছিল না, তা কেবলমাত্র সমস্ত প্রাসঙ্গিক পরিস্থিতির যত্ন সহকারে অধ্যয়নের পরেই

নিশ্চিত করা হবে। (দেখুন এইচ .পি বনাম "আম রাম (২০০০) ৭ এস সি সি ২২৪ "

১০.২) দীপক গুলাটি বনাম হরিয়ানা রাজ্য (২০১৩) ৭ এস. সি. সি ৬৭৫-এর ক্ষেত্রে এই আদালত ২১ ও ২৪ অনুচ্ছেদে নিম্নরূপ পর্যবেক্ষণ ও রায় দিয়েছেঃ

"২১) সম্মতি প্রকাশ বা অন্তর্নিহিত, জোরপূর্বক বা বিপথগামী হতে পারে, স্বেচ্ছায় বা প্রতারণার মাধ্যমে প্রাপ্ত হতে পারে। সম্মতি হল একটি যুক্তিসঙ্গত কাজ, আলোচনার সাথে, মনকে ভারসাম্যহীনভাবে ওজন করে, উভয় পক্ষের ভাল এবং মন্দের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। ধর্ষণ এবং সম্মতিসূচক যৌনতার মধ্যে একটি স্পষ্ট পার্থক্য রয়েছে এবং এই জাতীয় ক্ষেত্রে, আদালতকে অবশ্যই খুব যত্ন সহকারে পরীক্ষা করতে হবে যে অভিযুক্ত আসলে ভুক্তভোগীকে বিয়ে করতে চেয়েছিল কিনা, বা খারাপ উদ্দেশ্য ছিল কিনা, এবং কেবল তার কামকে সন্তুষ্ট করার জন্য এই বিষয়ে মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল, কারণ পরেরটি প্রতারণা বা প্রতারণার আওতায় পড়ে। কেবল প্রতিশ্রুতি লঙ্ঘন এবং মিথ্যা প্রতিশ্রুতি পূরণ না করার মধ্যে একটি পার্থক্য রয়েছে। সুতরাং, আদালতকে অবশ্যই পরীক্ষা করতে হবে যে প্রাথমিক পর্যায়ে অভিযুক্তের দ্বারা বিবাহের একটি মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল কিনা; এবং যৌন প্রবৃত্তির প্রকৃতি ও পরিণতি সম্পূর্ণরূপে বোঝার পরে জড়িত সম্মতি দেওয়া হয়েছিল কিনা। এমন একটি মামলা হতে পারে যেখানে মহিলা রাষ্ট্রপক্ষ অভিযুক্তের প্রতি তার ভালবাসা এবং আবেগের কারণে যৌন মিলন করতে রাজি হয়, এবং কেবল 'অভিযুক্তের দ্বারা তার কাছে করা ভুল উপস্থাপনার কারণে নয়, অথবা যেখানে কোনও অভিযুক্ত পরিস্থিতির কারণে যা সে করতে পারে তার কারণে যৌন মিলন করতে রাজি হয়। যা তাঁর নিয়ন্ত্রণের বাইরে ছিল, তা করতে অক্ষম ছিল 'তাকে বিয়ে করার জন্য, তা করার সমস্ত অভিপ্রায় থাকা সত্ত্বেও। এই ধরনের ক্ষেত্রে অবশ্যই ভিন্নভাবে আচরণ করা উচিত। একজন অভিযুক্তকে ধর্ষণের জন্য দোষী সাব্যস্ত করা যেতে পারে কেবল তখনই যদি আদালত এই সিদ্ধান্তে পৌঁছায় যে এর উদ্দেশ্য অভিযুক্ত ছিল দুর্বোধ্য, এবং তার গোপন উদ্দেশ্য ছিল।

২৪) অতএব, এটা স্পষ্ট যে প্রাসঙ্গিক সময়ে অর্থাৎ প্রাথমিক পর্যায়ে, অভিযুক্তের ভুক্তভোগীকে বিয়ে করার প্রতিশ্রুতি রাখার কোনও অভিপ্রায় ছিল না তা দেখানোর জন্য অবশ্যই পর্যাপ্ত প্রমাণ থাকতে হবে। অবশ্যই, এমন পরিস্থিতি থাকতে পারে, যখন সর্বোত্তম অভিপ্রায় থাকা ব্যক্তিটি বিভিন্ন অনিবার্য পরিস্থিতির কারণে ভুক্তভোগীকে বিয়ে করতে অক্ষম হয়। "ভবিষ্যতের অনিশ্চিত তারিখের বিষয়ে প্রতিশ্রুতি রাখতে ব্যর্থতা, উপলব্ধ প্রমাণ থেকে খুব স্পষ্ট নয় এমন কারণগুলির কারণে, সর্বদা সত্যের ভুল ধারণা হিসাবে গণ্য হয় না।" সত্যের ভুল ধারণা "শব্দটির অর্থের মধ্যে আসার জন্য, সত্যটি

এর অবশ্যই তাৎক্ষণিক প্রাসঙ্গিকতা থাকতে হবে। "এই ধরনের পরিস্থিতিতে ভারতীয় দণ্ডবিধি -র ৯০ নং ধারাকে সাহায্যের জন্য ডাকা যাবে না, যাতে কোনও গিরির কাজকে সম্পূর্ণরূপে ক্ষমা করা যায় এবং অন্যটির উপর ফৌজদারি দায়বদ্ধতা নিশ্চিত করা যায়, যদি না আদালত এই বিষয়ে আশ্বস্ত হয় যে শুরু থেকেই অভিযুক্ত কখনই তাকে বিয়ে করতে চায়নি।"

১০.৩) ইয়েদলা শ্রীনিবাস রাও বনাম এ পি - রাজ্যর ক্ষেত্রে (২০০৬) ১ এস. সি. সি. ৬১৫, এই আদালত ভারতীয় সাক্ষ্য আইনের ১১৪-এ ধারার সংশোধনীটিও বিবেচনা করে। সেই ক্ষেত্রে, অভিযুক্ত বাদী পক্ষের সাথে যৌন মিলন করেছিল। বাদী অনুসারে, অভিযুক্ত প্রতিদিন সকাল ১১টা থেকে দুপুর ১২টার মধ্যে তার বোনের বাড়িতে এসে তার সাথে যৌন মিলনের জন্য বলতো। সে উক্ত কাজে অংশ নিতে অস্বীকার করেছিল কিন্তু অভিযুক্ত তাকে জোর করে প্ররোচিত করতে থাকে। সে প্রায় ৩ মাস ধরে প্রতিরোধ করেছিল। একদিন, অভিযুক্ত তার বোনের বাড়িতে দুপুর প্রায় ১২টায় এসে দরজা বন্ধ করে দেয় এবং তার সম্মতি এবং তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে জোরপূর্বক যৌন মিলন করে। যখন সে অভিযুক্তকে জিজ্ঞাসা করে যে সে কেন তার জীবন নষ্ট করেছে, তখন সে তাকে বিয়ে করবে বলে আশ্বাস দেয় এবং তাকে কাঁদতে না বলার জন্য বলে, যদিও তার বাবা-মা বিয়ের জন্য রাজি ছিলেন না। দেখা যায় যে অভিযুক্তের দেওয়া আশ্বাসের ভিত্তিতে যৌন মিলনের প্রক্রিয়া অব্যাহত ছিল এবং সে তাকে বিয়ে করবে বলে আশ্বাস দিতে থাকে। যখন সে গর্ভবতী হয়, তখন সে অভিযুক্তকে গর্ভাবস্থার কথা জানায়। সে গর্ভপাতের জন্য কিছু ট্যাবলেট নিয়ে আসে কিন্তু সেগুলি কাজ করে না। যখন সে গর্ভাবস্থার তৃতীয় মাসে ছিল, তখন সে আবার বিয়ের জন্য জোর দেয় এবং অভিযুক্ত উত্তর দেয় যে তার বাবা-মা রাজি নয়। সে বলে যে সে যদি প্রতিশ্রুতি না দিত তবে সে তাকে তার সাথে যৌন মিলন করতে দিত না। প্রশ্নটি বড়দের পঞ্চায়েতের সামনে উত্থাপিত হয়েছিল এবং মহিলা রাষ্ট্রপক্ষ তার বোন ও শ্যালক সহ পঞ্চায়েতে উপস্থিত ছিলেন। অভিযুক্ত এবং তার বাবা উভয়ই পঞ্চায়েতে উপস্থিত ছিলেন এবং অভিযুক্ত মহিলা রাষ্ট্রপক্ষ ের সাথে অবৈধ যোগাযোগ এবং গর্ভধারণের কথা স্বীকার করেছিল। অভিযুক্ত মহিলা রাষ্ট্রপক্ষ কে বিয়ে করার জন্য দু 'দিনের সময় চেয়েছিল এবং পঞ্চায়েত সেই অনুযায়ী সময় দিয়েছিল। কিন্তু পঞ্চায়েত বৈঠকের পরে অভিযুক্ত গ্রাম থেকে পালিয়ে যায় যখন অভিযুক্ত তার প্রতিশ্রুতি পূরণ না করে যা তার পঞ্চায়েতের সামনে করা হয়েছিল, তখন মহিলা রাষ্ট্রপক্ষ অভিযোগ দায়ের করে। উপরোক্ত তথ্য বিবেচনা করে এবং ভারতীয় দণ্ডবিধির ৯০ ধারা বিবেচনা করার পরে, এই আদালত অভিযুক্তকে ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩৭৬ ধারার অধীনে অপরাধের জন্য দোষী সাব্যস্ত করেছে। অভিযুক্তকে দোষী সাব্যস্ত করার সময়, এই আদালত ৯,১০,১৫ এবং ১৬ অনুচ্ছেদে পর্যবেক্ষণ করেছে এবং নিম্নরূপ রায় দিয়েছেঃ

"৯. বর্তমান মামলার প্রশ্ন হল অভিযুক্তের এই আচরণ আপাতদৃষ্টিতে উপরে উল্লিখিত ভারতীয় দণ্ডবিধি ৩৭৫ ধারার ছয়টি বর্ণনার মধ্যে কোনওটির অধীনে পড়ে কিনা। এটা স্পষ্ট যে বাদী অভিযুক্তের দ্বারা করা উপস্থাপনার ভিত্তিতে অভিযুক্তের সাথে যৌন মিলন করেছিলেন যে তিনি তাকে বিয়ে করবেন। এটি অভিযুক্তের দ্বারা করা একটি মিথ্যা প্রতিশ্রুতি ছিল। এই প্রতিশ্রুতিটি যদি পেটাপ না দেওয়া হত, তবে তিনি অভিযুক্তকে যৌন মিলনের অনুমতি দিতেন না। অতএব, এটি সম্মতির সমান হবে নাকি অভিযুক্ত তার সাথে প্রতারণা করে সম্মতি অর্জন করেছিল। দণ্ডবিধির ৯০ নং ধারায় বলা হয়েছে যে, যদি সম্মতিটি আঘাতের ভয়ে বা সত্যের ভুল ধারণার কারণে দেওয়া হয়, তবে প্রাপ্ত সম্মতি বৈধ সম্মতি হিসাবে বিবেচিত হতে পারে না। ৯০ নং ধারায় বলা হয়েছেঃ

৯০) ভয় বা ভুল ধারণার মধ্যে সম্মতি দেওয়া হয়েছে বলে জানা যায়।-সম্মতি এমন কোনও সম্মতি নয় যা এই বিধির কোনও বিভাগ দ্বারা অভিপ্রেত, যদি সম্মতি কোনও ব্যক্তির দ্বারা আঘাতের ভয়ে বা সত্যের ভুল ধারণার অধীনে দেওয়া হয় এবং যদি কাজটি করা ব্যক্তির জানা থাকে বা বিশ্বাস করার কারণ থাকে যে সম্মতিটি এই ধরনের ভয় বা ভুল ধারণার ফলস্বরূপ দেওয়া হয়েছিল; অথবা

[উন্মাদ ব্যক্তির সম্মতি] যদি এমন কোনও ব্যক্তির দ্বারা সম্মতি দেওয়া হয়, যিনি মানসিক অসুস্থতা বা নেশার কারণে, যে বিষয়ে তিনি সম্মতি দেন তার প্রকৃতি এবং পরিণতি বুঝতে অক্ষম হন; অথবা

[সন্তানের সম্মতি] যদি না প্রসঙ্গ থেকে বিপরীতটি দেখা যায়, যদি সম্মতি বারো বছরের কম বয়সী কোনও ব্যক্তির দ্বারা দেওয়া হয়।

১০) এটা প্রতীয়মান হয় যে পিডব্লিউ-এর সাক্ষ্য অনুসারে অভিযুক্তের অভিপ্রায় শুরু থেকেই সৎ ছিল না এবং সে প্রতিশ্রুতি দিয়ে যাচ্ছিল যে সে তাকে বিয়ে করবে, যতক্ষণ না সে গর্ভবতী হয়। অভিযুক্তের দ্বারা প্রাপ্ত এই ধরনের সম্মতি কোনও সম্মতি বলে বলা যায় না কারণ সে এই ভুল ধারণার অধীনে ছিল যে অভিযুক্ত তাকে বিয়ে করতে চায়, তাই সে তার সাথে যৌন সম্পর্কে লিপ্ত হয়েছিল। এই সত্যটিও অভিযুক্তের দ্বারা স্বীকার করা হয় যে সে যৌন মিলন করেছিল যা পিডব্লিউ ১,২ এবং ৩-এর সাক্ষ্য এবং গ্রামের প্রবীণদের পঞ্চায়েতের সামনে স্পষ্ট। এটা স্পষ্ট যে অভিযুক্ত তাকে বিয়ে করার মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। অতএব,

অতএব, শুরু থেকেই অভিযুক্তের উদ্দেশ্য সৎ ছিল না এবং দরিদ্র মেয়েটি অভিযুক্তের কামনার কাছে নতিস্বীকার করেছিল, অভিযুক্ত যে বিয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল তার দ্বারা সম্পূর্ণরূপে বিভ্রান্ত হয়েছিল। প্রতিশ্রুতিটি পূরণ না করার স্পষ্ট অভিপ্রায় নিয়ে অভিযুক্ত এই ধরনের সম্মতি নিয়েছিল এবং মেয়েটিকে বিশ্বাস করতে প্ররোচিত করেছিল যে সে তাকে বিয়ে করতে চলেছে এবং সম্পূর্ণ ভুল ধারণার অধীনে যৌন মিলনের জন্য তার সম্মতি পেয়েছে, এটিকে সম্মতি হিসাবে বিবেচনা করা যায় না।

১৫) এই প্রসঙ্গে সাক্ষ্য আইনে করা সংশোধনীর উল্লেখ করা যেতে পারে। ধারা ১১৪-এ চালু করা হয়েছিল এবং ধর্ষণের জন্য নির্দিষ্ট কিছু মামলায় সম্মতির অনুপস্থিতি সম্পর্কে অনুমান উত্থাপিত হয়েছে। ধারা ১১৪-এ নিম্নরূপঃ

১১৪- ধর্ষণের জন্য নির্দিষ্ট কিছু মামলায় সম্মতির অনুপস্থিতি সম্পর্কে অনুমান-ভারতীয় দণ্ডবিধির (১৮৬০ সালের ৪৫) ৩৭৬ ধারার উপ-ধারা (২) এর ধারা (ক) বা ধারা (৬) বা ধারা (সি) বা ধারা (ডি) বা ধারা (জি) এর অধীনে ধর্ষণের জন্য একটি প্রসিকিউশনে, যেখানে অভিযুক্তের দ্বারা যৌন মিলন প্রমাণিত হয় এবং প্রশ্নটি হল যে এটি ধর্ষিত হয়েছে বলে অভিযুক্ত মহিলার সম্মতি ছাড়াই হয়েছিল কিনা এবং সে আদালতে তার সাক্ষ্যে বলেছে যে সে সম্মতি দেয়নি, আদালত ধরে নেবে যে সে সম্মতি দেয়নি।

১৬) যদি অভিযুক্তের দ্বারা যৌনসঙ্গম সংঘটিত হয় এবং এটি প্রমাণিত হয় যে এটি মহিলা রাষ্ট্রপক্ষ ের সম্মতি ছাড়াই হয়েছিল এবং তিনি আদালতের সামনে তার সাক্ষ্যে বলেছেন যে তিনি সম্মতি দেননি, তবে আদালত ধরে নেবে যে তিনি সম্মতি দেননি, মহিলাদের বিরুদ্ধে সংঘটিত অত্যাচারের বিষয়ে আইনসভা সাক্ষ্য আইনে অনুমান প্রবর্তন করেছে এবং তাত্ক্ষণিক ক্ষেত্রে পিডব্লিউ ১-এর বিবৃতি অনুসারে, সে প্রতিরোধ করেছিল এবং সে প্রথমে অভিযুক্তকে সম্মতি দেয়নি এবং সে তার উপর ধর্ষণ করেছিল। অভিযুক্ত তাকে আশ্বাস দিয়েছিল যে সে তাকে বিয়ে করবে এবং তার কামনা মেটাতে থাকে যতক্ষণ না সে গর্ভবতী হয় এবং এটা স্পষ্ট হয়ে যায় যে অভিযুক্ত তাকে বিয়ে করতে চায় না।

১০.৪) ইউ. পি.রাজ্য বনাম নওশাদ (২০১৩)-এর ক্ষেত্রে ১৬ এস. সি. সি. ৬৫১, মামলার অনুরূপ তথ্য এবং পরিস্থিতিতে, এই আদালত হাইকোর্টের খালাসকে উল্টে দেয় এবং অভিযুক্তকে ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩৭৬ ধারার অধীনে অপরাধের জন্য দোষী সাব্যস্ত করে। এই আদালত পর্যবেক্ষণ করেছে এবং নিম্নরূপ রায় দিয়েছেঃ

১৭) আই. টি. ভারতীয় দণ্ডবিধি -র ৩৭৬ ধারায় অপরাধের জন্য শাস্তি নির্ধারণ করা হয়েছে ধর্ষণের ধারা ৩৭৫ ভারতীয় দণ্ডবিধি ধর্ষণের অপরাধকে সংজ্ঞায়িত করে এবং অপরাধের ছয়টি বিবরণ গণনা করে। বর্ণনাটি "দ্বিতীয়ত" ধর্ষণের কথা বলে "তার সম্মতি ছাড়াই।" সুতরাং, কোনও মহিলার সাথে তার সম্মতি ব্যতীত কোনও পুরুষের যৌন মিলন ধর্ষণের অপরাধ হিসাবে বিবেচিত হবে। আমাদের পরীক্ষা করতে হবে যে বর্তমান মামলায় অভিযুক্ত বাদী পক্ষের সাথে "তার সম্মতির বিরুদ্ধে" যৌন মিলনের জন্য দোষী কিনা। এই মামলার বাদী নথিভুক্ত করেছেন যে অভিযুক্ত তার সাথে বিবাহের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল এবং এই অজুহাতে তার সাথে যৌন মিলন করেছিল এবং যখন সে গর্ভবতী হয়েছিল, তখন তার পরিবার তাকে "খারাপ চরিত্রের" ভিত্তিতে বিয়ে করতে অস্বীকার করেছিল।

১৮) কিভাবে "সম্মতি" সংজ্ঞায়িত করা হয়? ভারতীয় দণ্ডবিধি -র ৯০ নং ধারা "ভয় বা ভুল ধারণার" অধীনে দেওয়া সম্মতিকে সংজ্ঞায়িত করে যা নিম্নরূপঃ

"৯০.সম্ম তিভয় বা ভুল ধারণার অধীনে দেওয়া হয়েছে বলে জানা যায়-সম্মতি এমন কোনও সম্মতি নয় যা এই কোডের কোনও বিভাগ দ্বারা অভিপ্রেত, যদি সম্মতি কোনও ব্যক্তির দ্বারা দেওয়া হয় আঘাতের ভয়ে, বা ভুল ধারণার অধীনে, এবং যদি কাজটি করা ব্যক্তির জানা থাকে, বা বিশ্বাস করার কারণ থাকে যে সম্মতিটি এই ধরনের ভয় বা ভুল ধারণার ফলস্বরূপ দেওয়া হয়েছিল,"

(জোর দেওয়া হয়েছে)

'সুতরাং, যদি মহিলা রাষ্ট্রপক্ষ দ্বারা সত্যের ভুল ধারণার অধীনে সম্মতি দেওয়া হয়, তবে এটি কলুষিত হয়।

১৯) বর্তমান মামলায়, অভিযুক্ত বাদীপক্ষকে মিথ্যা আশ্বাস দিয়ে যে সে তাকে বিয়ে করবে। সে গর্ভবতী হওয়ার পরে, সে তা করতে অস্বীকার করে। এর থেকে এটা স্পষ্ট যে সে কখনই তাকে বিয়ে করতে চায়নি এবং কেবল তার সাথে যৌন সম্পর্কের কারণে তার সম্মতি অর্জন করেছিল, যা অভিযুক্তের কাজটি ধর্ষণের সংজ্ঞার অধীনে আসে কারণ সে তার সম্মতিতে যৌন মিলন করেছিল যা ভারতীয় দণ্ডবিধি ধারা ৯০ এর অধীনে সংজ্ঞায়িত সত্যের একটি ভুল ধারণার অধীনে প্রাপ্ত সম্মতি ছিল। সুতরাং, অভিযুক্তের দ্বারা প্রাপ্ত কথিত সম্মতি স্বেচ্ছামূলক সম্মতি ছিল না এবং এই আদালতের অভিমত হল যে অভিযুক্ত বাদী তার প্রকৃত উদ্দেশ্যকে ভুলভাবে ব্যাখ্যা করে তার সাথে যৌন সম্পর্কে লিপ্ত হয়েছিল। এটি

প্রমাণ থেকে স্পষ্ট যে অভিযুক্ত কেবল তার সাথে যৌন সম্পর্কে লিপ্ত হতে চেয়েছিল এবং প্রকৃতপক্ষে মহিলা রাষ্ট্রপক্ষ কে বিয়ে করার কোনও অভিপ্রায় ছিল না....."

১০.৫) এমনকি ডঃ ধ্রুবরম মুরলিধর সোনার (উপরে উল্লিখিত)-এর ক্ষেত্রেও, যার উপর অভিযুক্তের পক্ষে উপস্থিত বিজ্ঞ আইনজীবী নির্ভর করেছেন, ২৩ অনুচ্ছেদে এই আদালত উল্লেখ করেছে যে ধর্ষণ এবং সম্মতিসূচক যৌনতার মধ্যে একটি স্পষ্ট পার্থক্য রয়েছে। এই ধরনের ক্ষেত্রে আদালতকে অবশ্যই খুব যত্ন সহকারে পরীক্ষা করতে হবে যে অভিযোগকারী আসলে ভুক্তভোগীকে বিয়ে করতে চেয়েছিলেন নাকি তার খারাপ উদ্দেশ্য ছিল এবং কেবল তার কামনা মেটানোর জন্য এই বিষয়ে মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, কারণ পরবর্তীকালে প্রতারণা বা প্রতারণার আওতায় পড়ে, এই আদালত পর্যবেক্ষণ করেছে এবং বলেছেঃ

২৩) এইভাবে, ধর্ষণ এবং সম্মতিসূচক যৌনতার মধ্যে একটি স্পষ্ট পার্থক্য রয়েছে। এই ধরনের ক্ষেত্রে আদালতকে অবশ্যই খুব যত্ন সহকারে পরীক্ষা করতে হবে যে অভিযোগকারী প্রকৃতপক্ষে ভুক্তভোগীকে বিয়ে করতে চেয়েছিলেন নাকি তার খারাপ উদ্দেশ্য ছিল এবং কেবল তার কামকে সন্তুষ্ট করার জন্য এই বিষয়ে মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, কারণ পরবর্তীটি প্রতারণা বা প্রতারণার আওতায় পড়ে। কেবল প্রতিশ্রুতি লঙ্ঘন এবং মিথ্যা প্রতিশ্রুতি পূরণ না করার মধ্যেও পার্থক্য রয়েছে। যদি অভিযুক্ত বাদীকে যৌন ক্রিয়ায় লিপ্ত হওয়ার জন্য প্ররোচিত করার একমাত্র উদ্দেশ্যে প্রতিশ্রুতি না দেয়, তবে এই ধরনের কাজ ধর্ষণের সমান হবে না। এমন একটি মামলা হতে পারে যেখানে মহিলা রাষ্ট্রপক্ষ অভিযুক্তের প্রতি তার ভালবাসা এবং আবেগের কারণে যৌন মিলন করতে রাজি হয় এবং কেবল অভিযুক্তের দ্বারা সৃষ্ট ভুল ধারণার কারণে নয়, অথবা যেখানে কোনও অভিযুক্ত, এমন পরিস্থিতির কারণে যা সে অনুমান করতে পারেনি বা যা তার নিয়ন্ত্রণের বাইরে ছিল, তা করার সমস্ত অভিপ্রায় থাকা সত্ত্বেও তাকে বিয়ে করতে অক্ষম ছিল। এই ধরনের মামলাগুলি অবশ্যই আলাদাভাবে বিবেচনা করা উচিত। অভিযোগকারীর যদি কোনও খারাপ উদ্দেশ্য থাকে এবং যদি তার গোপন উদ্দেশ্য থাকে তবে এটি ধর্ষণের একটি স্পষ্ট মামলা। পক্ষগুলির মধ্যে স্বীকৃত সম্মতিসূচক শারীরিক সম্পর্ক ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩৭৬ ধারার অধীনে অপরাধ গঠন করবে না।

১০.৬) দিল্লি হাইকোর্ট সুজিত রঞ্জন বনাম রাজ্য [২০১১ সালের ফৌজদারি আপিল নং ২৪৮-এ সিদ্ধান্ত নিয়েছে], এই আদালতের বেশ কয়েকটি সিদ্ধান্ত উল্লেখ ও বিবেচনা করার পরে, শেষ পর্যন্ত ১৬ অনুচ্ছেদে পর্যবেক্ষণ করেছে এবং নিম্নরূপ রায় দিয়েছেঃ

"১৬) আইনি অবস্থান যা উপরে উল্লিখিত বিচার বিভাগীয় ঘোষণা থেকে বাদ দেওয়া যেতে পারে তা হল মহিলা রাষ্ট্রপক্ষ যার সাথে সে প্রেমে রয়েছে তার সাথে যৌন মিলনের জন্য মহিলা রাষ্ট্রপক্ষ ের দেওয়া সম্মতি, 'একটি প্রতিশ্রুতি যে সে তাকে পরবর্তী তারিখে বিয়ে করবে, তা" সত্যের ভুল ধারণার "অধীনে দেওয়া হিসাবে বিবেচনা করা যাবে না। মহিলা রাষ্ট্রপক্ষ দ্বারা যৌন মিলনের জন্য দেওয়া সম্মতি স্বেচ্ছামূলক কিনা বা এটি" সত্যের ভুল ধারণার "অধীনে দেওয়া হয়েছে কিনা তা প্রতিটি মামলার তথ্যের উপর নির্ভর করে। সম্মতির প্রশ্ন বিবেচনা করার সময়, আদালতকে অবশ্যই একটি সিদ্ধান্তে পৌঁছানোর আগে তার এবং আশেপাশের পরিস্থিতির প্রমাণ বিবেচনা করতে হবে। রাষ্ট্রপক্ষ দ্বারা উপস্থাপিত প্রমাণগুলি মনে রাখতে হবে যে অপরাধের প্রতিটি উপাদান প্রমাণ করার ভার প্রসিকিউশনের উপর রয়েছে। প্রসিকিউশনকে অবশ্যই যুক্তিসঙ্গত সন্দেহের বাইরে অনুমানের জন্ম দিতে হবে যে অভিযুক্তের শুরু থেকেই মহিলা রাষ্ট্রপক্ষ কে বিয়ে করার কোনও ইচ্ছা ছিল না এবং যে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল তা তার জ্ঞানের কাছে মিথ্যা ছিল। 'ভবিষ্যতের অনিশ্চিত তারিখ' প্রতিশ্রুতি রাখতে ব্যর্থতা বিভিন্ন কারণে হতে পারে এবং সর্বদা শুরু থেকেই "সত্যের ভুল ধারণা" হিসাবে গণ্য হতে পারে না।

১১) এখানে উল্লিখিত অভিযুক্তের পক্ষে উপস্থিত আইনজীবী যে সিদ্ধান্তের উপর নির্ভর করেছেন, তার ক্ষেত্রে মামলার তথ্যের ক্ষেত্রে একই কথা প্রযোজ্য হবে না। তিলক রাজের (উপরে) ক্ষেত্রে, মহিলা রাষ্ট্রপক্ষ ঘটনার সময় প্রায় ৪০ বছর বয়সী একজন প্রাপ্তবয়স্ক এবং পরিপক্ক মহিলা ছিলেন। মহিলা রাষ্ট্রপক্ষ তার সাক্ষ্যে স্বীকার করেছিলেন যে ঘটনার আগে গত দুই বছর ধরে তিনি অভিযুক্তের সাথে সম্পর্কে ছিলেন এবং তিনি তার বাসভবনে রাতারাতি থাকতেন। অতএব, এফ. আই. আর, মহিলা রাষ্ট্রপক্ষ ের সাক্ষ্য এবং এম. এল. সি রিপোর্ট সহ সামগ্রিকভাবে প্রমাণ বিবেচনা করে, এই আদালত খুঁজে পেয়েছে যে মহিলা রাষ্ট্রপক্ষ ের বিয়ে করার মিথ্যা অজুহাতে যৌন মিলন সম্পর্কিত গল্পটি মনগড়া এবং বিশ্বাসযোগ্য নয় এবং তথ্যের ভিত্তিতে এটি পাওয়া গেছে যে অভিযুক্তের কাজটি সম্মতিসূচক বলে মনে হয়। এটি উল্লেখ করা প্রয়োজন যে এই আদালতের সামনে অভিযুক্তকে ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩৭৬ ধারার অধীনে অপরাধের জন্য খালাস দেওয়া হয়েছিল, তবে, হাইকোর্ট তাকে ভারতীয় দণ্ডবিধির ৪১৭ এবং ৫০৬ ধারায় দোষী সাব্যস্ত করেছে। অতএব, তথ্যের ভিত্তিতে, উক্ত সিদ্ধান্তটি বর্তমান মামলায় আবেদনকারীকে কোনও সহায়তা করবে না।

১১.১) এমনকি দীপক গুলাটির (উপরে উল্লিখিত) ক্ষেত্রেও দেখা গেছে যে অভিযুক্তকে ধর্ষণের জন্য দোষী সাব্যস্ত করা যেতে পারে যদি আদালত এই সিদ্ধান্তে পৌঁছায় যে অভিযুক্তের উদ্দেশ্য খারাপ ছিল এবং তার গোপন উদ্দেশ্য ছিল।

১১.২) এমনকি উদয় (সুপ্রা), দিলীপ সিং (সুপ্রা) এবং শিবশঙ্কর ওরফে শিভে বনাম কর্ণাটক রাজ্য ২১০৮) মামলায় এই আদালতের সিদ্ধান্তগুলিও এস. সি. সি অনলাইন ৩১০৬ অভিযুক্তদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে না।

১২) উপরোক্ত সিদ্ধান্তগুলির সমষ্টি এবং সারমর্ম হবে যে, যদি এটি প্রতিষ্ঠিত হয় এবং প্রমাণিত হয় যে শুরু থেকেই যে অভিযুক্ত বাদীকে বিয়ে করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল, তার কোনও ছিল না। বিয়ে করার অভিপ্রায় এবং মহিলা রাষ্ট্রপক্ষ অভিযুক্তের দ্বারা যৌন মিলনের জন্য সম্মতি দিয়েছিলেন যে তিনি তাকে বিয়ে করবেন, এই ধরনের সম্মতিকে ভারতীয় দণ্ডবিধির ৯০ ধারা অনুসারে সত্যের ভুল ধারণার ভিত্তিতে প্রাপ্ত সম্মতি বলা যেতে পারে এবং এই জাতীয় ক্ষেত্রে, এই ধরনের সম্মতি 'অপরাধীকে ক্ষমা করবে না এবং এই ধরনের অপরাধীকে ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩৭৫ ধারার অধীনে সংজ্ঞায়িত ধর্ষণ করেছে বলে বলা যেতে পারে এবং ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩৭৬ ধারার অধীনে অপরাধের জন্য দোষী সাব্যস্ত করা যেতে পারে।

১৩) উপরোক্ত সিদ্ধান্তগুলিতে এই আদালত কর্তৃক নির্ধারিত আইন প্রয়োগ করে, নথিভুক্ত প্রমাণ থেকে উদ্ভূত নিম্নলিখিত তথ্যগুলি বিবেচনা করা প্রয়োজনঃ

(i) মহিলা রাষ্ট্রপক্ষ এবং অভিযুক্তদের পরিবার একে অপরের পরিচিত ছিল এবং তাই, এমনকি মহিলা রাষ্ট্রপক্ষ এবং অভিযুক্তরাও একে অপরের পরিচিত ছিল;

(ii) যদিও অভিযুক্তের অন্য একটি মেয়েকে বিয়ে করার কথা ছিল-প্রিয়াঙ্কা সোনি, অভিযুক্ত বাদীপক্ষের সাথে বিয়ের কথা বলতে থাকে এবং প্রতিশ্রুতি দিতে থাকে যে সে বাদীপক্ষকে বিয়ে করবে;

(iii) যে ২৮.০৪.২০১৩-এ আবেদনকারী বাদী পক্ষের সঙ্গে দেখা করার ইচ্ছা টেলিফোনে প্রকাশ করেছিলেন এবং প্রতিক্রিয়া জানিয়েছিলেন যে বাদী ট্রেনে ২৯.০৪.২০১৩-এ অভিযুক্তের জায়গায় গিয়েছিলেন, যেখানে অভিযুক্ত তাকে রেল স্টেশন শক্তিতে অভ্যর্থনা জানিয়ে মালখারৌদায় তার বাসস্থান নিয়ে গিয়েছিলেন;

(iv) ২৯.০৪.২০১৩-এ দুপুর ২টা থেকে ৩০.০৪.২০১৩-এ বিকেল ৩টা পর্যন্ত অভিযুক্তের বাড়িতে থাকার সময় তাদের মধ্যে তিনবার শারীরিক সম্পর্ক ছিল;

(v) মহিলা রাষ্ট্রপক্ষ ের মামলা অনুযায়ী, মহিলা রাষ্ট্রপক্ষ প্রথমে শারীরিক সম্পর্ক রাখতে অস্বীকার করেছিলেন, কিন্তু তারপর আপিলকারী তাকে বিয়ে করার প্রতিশ্রুতি দিয়ে প্রলুব্ধ করেছিলেন এবং তার সাথে শারীরিক সম্পর্ক স্থাপন করেছিলেন;

(vi) এরপরে মহিলা রাষ্ট্রপক্ষ অভিযুক্তকে বিয়ের বিষয়ে জিজ্ঞাসা করে বহুবার ফোন করেছিলেন, তবে অভিযুক্ত ইতিবাচক উত্তর দেয়নি;

(vii) এরপরে মহিলা রাষ্ট্রপক্ষ তার পরিবারের সদস্যদের ০৬.০৫.২০১৩-এ ঘটনাটি সম্পর্কে অবহিত করেন;

(viii) যে মহিলা রাষ্ট্রপক্ষর পরিবারের সদস্যরা অভিযুক্তের পরিবারের সদস্যদের সাথে আলোচনা করেছেন;

(ix) যে ২৩.০৫.২০১৩-এ, আবেদনকারী বাদীকে বিয়ে করার ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন এবং ৩০.০৫.২০১৩-এ একটি সামাজিক অনুষ্ঠান নির্ধারিত হয়েছিল, যা ঘটেনি;

(x) যে, আবার উভয় পক্ষের পরিবারের সদস্যদের মধ্যে আলোচনা হয়েছিল, যেখানে বিবাহের বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছিল এবং ১০.০৬.২০১৩-এ একটি সামাজিক অনুষ্ঠান নির্ধারিত হয়েছিল, যা আবার অনুষ্ঠিত হয়নি এবং আরও, সামাজিক অনুষ্ঠানটি ২০.০৬.২০১৩-এর জন্য স্থির করা হয়েছিল;

(xi) যে ২০.০৬.২০১৩-এ, আপিলকারী বাদীপক্ষকে টেলিফোনে জানিয়েছিলেন যে তিনি ইতিমধ্যেই বিবাহিত;

(xii) যে, প্রিয়াঙ্কা সোনি পিডব্লিউ-১৩, যিনি অভিযুক্তের স্ত্রী, বলেছেন যে ১০.০৬.২০১৩-এ বিবাহের এক বছর আগে আলোচনা চলছিল; এবং

(xiiii) যে অভিযুক্ত প্রিয়াঙ্কা সোনিকে আর্য সমাজে ১০.০৬.২০১৩-এ বিয়ে করেছিল, এমনকি অভিযুক্তের বিয়ের সামাজিক অনুষ্ঠানের আগেই মহিলা রাষ্ট্রপক্ষ কে ১০.০৬.২০১৩-এ নির্ধারিত করা হয়েছিল এবং তার পরেও সামাজিক অনুষ্ঠানটি ২০.০৬.২০১৩।

১৪) মামলার উপরোক্ত তথ্য ও পরিস্থিতি এবং নথিতে থাকা সাক্ষ্য-প্রমাণ বিবেচনা করে, রাষ্ট্রপক্ষ মামলাটি প্রমাণ করতে সফল হয়েছে যে, শুরু থেকেই অভিযুক্ত ব্যক্তি কখনই অভিযুক্তকে বিয়ে করার ইচ্ছা পোষণ করেনি; সে অভিযুক্তকে বিয়ে করার জন্য মিথ্যা প্রতিশ্রুতি/প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল এবং এই মিথ্যা প্রতিশ্রুতিতে তার অভিযুক্তের সাথে শারীরিক সম্পর্ক ছিল; রাষ্ট্রপক্ষ প্রথমে প্রতিরোধ করেছিল, তবে অভিযুক্তের মিথ্যা প্রতিশ্রুতির উপর নির্ভর করে সম্মতি দিয়েছিল যে সে তাকে বিয়ে করবে। অতএব, তার সম্মতিকে ভারতীয় দণ্ডবিধির ৯০ ধারা অনুসারে ভুল ধারণার উপর সম্মতি বলা যেতে পারে এবং

এই ধরনের সম্মতি অভিযুক্তকে ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩৭৫ ধারার অধীনে ধর্ষণ এবং অপরাধের অভিযোগ থেকে অব্যাহতি দেয় না। যদিও, ৩১৩ ধারায় অভিযুক্ত একটি মামলা নিয়ে এসেছিল যে মহিলা রাষ্ট্রপক্ষ এবং তার পরিবারের সদস্যরা জানতেন যে প্রিয়াঙ্কা সোনির সাথে তার বিয়ে ইতিমধ্যেই ঠিক হয়ে গেছে, তবুও, মহিলা রাষ্ট্রপক্ষ এবং তার পরিবারের সদস্যরা অভিযুক্তকে মহিলা রাষ্ট্রপক্ষ কে বিয়ে করার জন্য চাপ দিতে থাকে, এটি উল্লেখ করা প্রয়োজন যে প্রথমত অভিযুক্ত দ্বারা এটি প্রমাণিত হয় না। অন্যথায়, উপরে উল্লিখিত রেকর্ডের পরিস্থিতি এবং প্রমাণ বিবেচনা করে, এই গল্পটি বিশ্বাসযোগ্য নয়। বর্তমান মামলায় মহিলা রাষ্ট্রপক্ষ , বি ফার্মেসিতে অধ্যয়নরত একজন শিক্ষিত মেয়ে ছিল। অতএব, এটা বিশ্বাসযোগ্য নয় যে, সেই আবেদনকারীর বিয়ে অন্য এক মহিলা-প্রিয়াঙ্কা সোনির সঙ্গে ঠিক হয়েছে বলে জানা থাকা সত্ত্বেও, সে এবং তার পরিবারের সদস্যরা অভিযুক্তকে বিয়ে করার জন্য চাপ অব্যাহত রাখবে এবং বাদী শারীরিক সম্পর্কের জন্য সম্মতি দেবে। জবানবন্দিতে, বাদী বিশেষভাবে বলেছিলেন যে প্রাথমিকভাবে তিনি শারীরিক সম্পর্কের জন্য সম্মতি দেননি, তবে, আবেদনকারীর প্রতিশ্রুতি যে তিনি তাকে বিয়ে করবেন এবং এই ধরনের প্রতিশ্রুতির উপর নির্ভর করে, তিনি আবেদনকারী-অভিযুক্তের সাথে শারীরিক সম্পর্কের জন্য সম্মতি দিয়েছিলেন। এমনকি ভারতীয় সাক্ষ্য আইনের ১১৪-এ ধারা বিবেচনা করেও, যা পরবর্তীকালে যুক্ত করা হয়েছে, একটি অনুমান রয়েছে এবং আদালত ধরে নেবে যে সে অভিযুক্তের সাথে শারীরিক সম্পর্কের জন্য সম্মতি দিয়েছে অভিযুক্তের প্রতিশ্রুতির উপর নির্ভর করে যে সে তাকে বিয়ে করবে। যেমনটি এখানে উপরে দেখা গেছে, শুরু থেকেই অভিযুক্তের দ্বারা মহিলা রাষ্ট্রপক্ষ কে বিয়ে করার প্রতিশ্রুতি একটি মিথ্যা প্রতিশ্রুতি ছিল এবং শুরু থেকেই অভিযুক্তের মহিলা রাষ্ট্রপক্ষ কে বিয়ে করার কোনও ইচ্ছা ছিল না কারণ প্রিয়াঙ্কা সোনির সাথে তার বিবাহ ইতিমধ্যে অনেক আগে স্থির করা হয়েছিল এবং তা সত্ত্বেও, সে প্রতিশ্রুতি/মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দিতে থাকে এবং শারীরিক সম্পর্কের জন্য সম্মতি দেওয়ার জন্য মহিলা রাষ্ট্রপক্ষ কে ইঙ্গিত করে। অতএব, মামলার উপরোক্ত তথ্য ও পরিস্থিতি বিবেচনা করে এবং উপরোক্ত সিদ্ধান্তগুলিতে এই আদালত কর্তৃক নির্ধারিত আইন বিবেচনা করে, আমরা এই মতামত পোষণ করি যে নীচের উভয় আদালত সঠিকভাবে রায় দিয়েছে যে মহিলা রাষ্ট্রপক্ষ দ্বারা প্রদত্ত সম্মতি সত্যের ভুল ধারণার উপর ছিল এবং তাই, এটিকে সম্মতি বলা যাবে না যাতে অভিযুক্তকে ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩৭৫ ধারার অধীনে সংজ্ঞায়িত ধর্ষণের অভিযোগের জন্য ক্ষমা করা যায়। নীচের উভয় আদালতই ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩৭৬ ধারার অধীনে অপরাধের জন্য অভিযুক্তকে কঠোরভাবে দোষী সাব্যস্ত করেছে।

১৫) এখন পর্যন্ত অভিযুক্ত-আবেদনকারীর পক্ষ থেকে জমা দেওয়া হয়েছে যে অভিযুক্ত প্রিয়াঙ্কা সোনির সাথে ১০.০৬.২০১৩-এ বিয়ে করেছিল এবং এমনকি মহিলা রাষ্ট্রপক্ষ ও বিয়ে করেছে এবং তাই, অভিযুক্তকে

দোষী সাব্যস্ত নাও করা হতে পারে, তা মেনে নেওয়া যায় না। রাষ্ট্রপক্ষ দৃঢ় প্রমাণের মাধ্যমে সফল হয়েছে যে, তদন্ত থেকেই অভিযুক্তের ভুক্তভোগীকে বিয়ে করার কোনও ইচ্ছা ছিল না এবং তার খারাপ উদ্দেশ্য ছিল এবং কেবল কামনা মেটানোর জন্য মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। কিন্তু অভিযুক্তের দ্বারা মহিলা রাষ্ট্রপক্ষ কে বিয়ে করার মিথ্যা প্রতিশ্রুতির জন্য, মহিলা রাষ্ট্রপক্ষ শারীরিক সম্পর্ক স্থাপনের সম্মতি দিত না। এটি প্রতারণা এবং প্রতারণার একটি স্পষ্ট মামলা ছিল।

এখানে উপরে যেমন দেখা গেছে, মহিলা রাষ্ট্রপক্ষ দ্বারা প্রদত্ত সম্মতি সত্যের ভুল ধারণার উপর ছিল। আজকাল এই ধরনের ঘটনা বৃদ্ধি পাচ্ছে। এই ধরনের অপরাধ সমাজের বিরুদ্ধে। ধর্ষণ একটি সমাজে সবচেয়ে নৈতিক ও শারীরিকভাবে নিন্দনীয় অপরাধ, শরীরের উপর আক্রমণ, 'মন এবং ভুক্তভোগীর গোপনীয়তা। এই আদালত যেমন সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে পর্যবেক্ষণ করেছে, একজন খুনি ভুক্তভোগীর শারীরিক কাঠামোকে ধ্বংস করে দেয়, একজন ধর্ষক অসহায় মহিলার আত্মাকে অবমাননা করে এবং অশুচি করে। ধর্ষণ একজন মহিলাকে একটি প্রাণীতে পরিণত করে, কারণ এটি তার জীবনের মূল অংশকে কাঁপিয়ে দেয়। কোনওভাবেই ধর্ষণের শিকারকে ভুক্তভোগীর সহযোগী বলা যায় না। ধর্ষণ ভুক্তভোগীর জীবনে একটি স্থায়ী দাগ রেখে যায়। ধর্ষণ সমগ্র সমাজের বিরুদ্ধে অপরাধ এবং ভুক্তভোগীর মানবাধিকার লঙ্ঘন করে। 'সবচেয়ে ঘৃণিত অপরাধ' হওয়ার কারণে, ধর্ষণ একজন মহিলার সর্বোচ্চ সম্মানের উপর গুরুতর আঘাতের সমতুল্য এবং তার সম্মান ও মর্যাদা উভয়কেই আঘাত করে। অতএব, কেবলমাত্র অভিযুক্ত অন্য কোনও মহিলাকে বিয়ে করেছিল এবং/অথবা এমনকি মহিলা রাষ্ট্রপক্ষ ও পরবর্তীকালে বিয়ে করেছে বলে, ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩৭৬ ধারার অধীনে শাস্তিযোগ্য অপরাধের জন্য আবেদনকারী-অভিযুক্তকে দোষী সাব্যস্ত না করার কোনও ভিত্তি নেই। আবেদনকারী-অভিযুক্তকে অবশ্যই তার দ্বারা সংঘটিত অপরাধের পরিণতির মুখোমুখি হতে হবে।

১৬) উপরের এবং উপরে বর্ণিত কারণগুলির পরিপ্রেক্ষিতে, আমাদের অভিমত হল যে নীচের উভয় আদালতই ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩৭৬ ধারার অধীনে আপিলকারী-অভিযুক্তকে যথাযথভাবে দোষী সাব্যস্ত করেছে। আমরা ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩৭৬ ধারার অধীনে আপিলকারী-অভিযুক্তের দোষী সাব্যস্তকরণও বজায় রাখি। তবে, মামলার তথ্য ও পরিস্থিতিতে এবং আপিলকারী-অভিযুক্তের পক্ষে উপস্থিত বিশিষ্ট কৌঁসুলির অনুরোধে, নীচের আদালতগুলি প্রদত্ত ১০ বছরের আরআই-এর সাজা এতদ্বারা সাত বছরে কমিয়ে আনা হয়েছে, যা ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩৭৬ ধারার অধীনে অপরাধ করার প্রাসঙ্গিক সময়ে নির্ধারিত ন্যূনতম সময়।

ফলস্বরূপ, বর্তমান আপিল আংশিকভাবে শুধুমাত্র বাক্যে পূর্বোক্ত 'পরিবর্তনের অনুমতি দেওয়া হয়।

দিব্যা পান্ডে আপিল আংশিকভাবে অনুমোদিত

DISCLAIMER

The translated Judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the Judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.

দাবিত্যাগ

স্থানীয় ভাষায় অনূদিত রায়টি সীমিত ব্যবহারের জন্য ও মামলাকারীর সেটি মাতৃ ভাষায়বো ঝার জন্য এবং তা অন্য কোনো উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাবে না। সমস্ত ব্যবহারিক এবং সরকারী উদ্দেশ্যে, রায়ের ইংরেজি সংস্করণটি প্রামাণিক হবে এবং কার্যকরী ও প্রয়োগের উদ্দেশ্যে সেটি প্রযোজ্য হবে।

/Sukanta Sen